**বিমান বাহিনী সদস্যদের দরবার**

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

**শেখ হাসিনা**

বুধবার, ১৫ কার্তিক ১৪২০, ৩০ অক্টোবর ২০১৩,  ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সহকর্মীবৃন্দ,

সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনী প্রধানগণ,

প্রিয় অফিসার, জেসিও'স ও অন্যান্য পদবীর বিমান সেনাবৃন্দ।

আসসালামু আলাইকুম।

বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর আজকের এই দরবারে উপস্থিত সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহ্বানে সাড়া দিয়ে ১৯৭১ সালে সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীর সদস্যগণ সম্মিলিতভাবে দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে আক্রমন সূচনা করেন। এই আক্রমন আমাদের বিজয়কে ত্বরান্বিত করেছিল। স্বাধীনতা যুদ্ধে বিমান বাহিনী সদস্যদের মহান আত্মত্যাগ ও বীরত্ব গাঁথা জাতি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে।

স্বাধীনতা পর যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের আর্থিক সীমাবদ্ধতা সত্বেও জাতির পিতা একটি দক্ষ ও চৌকস বিমান বাহিনী গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যে বিমান বাহিনীর জন্য বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। বিমান বাহিনীর জন্য বিদেশ থেকেও আধুনিক প্রযুক্তির সমরাস্ত্র সংগ্রহ করেন।

সেই একই ধারাবাহিকতায় বিমান বাহিনীকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে এবং একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সক্ষম করে তোলার জন্য আমরা কার্যকর পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি।

বিমান বাহিনীর আধুনিকীকরণ, ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন ও কল্যাণমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নে আমরা ইতোমধ্যে ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করেছি।

দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার পাশাপাশি প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলাসহ উদ্ধার তৎপরতা ও অন্যান্য অভ্যন্তরীণ সঙ্কট নিরসনে বিমান বাহিনীর সদস্যগণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছেন। সব ধরণের অপারেশনাল, কল্যাণমুখী ও জনহিতকর কর্মকান্ডের জন্য সরকারের পক্ষ থেকে আমি আপনাদের সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

আমরা সরকার গঠনের পর থেকে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীকে যুগোপযোগী ও আধুনিকায়নের লক্ষ্যে যেসব উন্নয়নমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি তার কিছু চিত্র এখন আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরছি:

* ২০১০-২০১১ অর্থবছরে চীন হতে ১৬টি যুদ্ধবিমান এবং রাশিয়া হতে ৩টি Mi-171 হেলিকপ্টার বাংলাদেশ বিমান বাহিনীতে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।
* ২০১১ সালে বিমান বাহিনীতে প্রথমবারের মত ১টি Surface to Air Missile System সংযোজন করা হয়েছে।
* বিভিন্ন অপারেশনাল কার্যক্রম পরিচালনার জন্য জেট এ-১ ফুয়েল সুষ্ঠুভাবে সংরক্ষণ ও প্রয়োজন অনুযায়ী সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য ২৫ হাজার লিটার ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন ২টি ও ১৫ হাজার লিটার ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন আরও ২টি পোর্টেবল ফুয়েল স্টোরেজ ব্লাডার ক্রয় করা হয়েছে।
* ১৯৯৩ সাল থেকে বিমান বাহিনী এ পর্যন্ত ২৪টি শান্তিরক্ষা মিশনে অংশগ্রহণ করেছে। বর্তমানে ৯টি হেলিকপ্টার, ১টি সি-১৩০ পরিবহন বিমানসহ মোট ৫০৬ জন বিমান সেনা জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে নিয়োজিত রয়েছেন।
* আমরা দায়িত্ব গ্রহণের পর আরও অধিক সংখ্যক শান্তিরক্ষী বিমান সেনা প্রেরণের অংশ হিসেবে কঙ্গোতে সি-১৩০ পরিবহন বিমানের একটি কন্টিনজেন্ট এবং আইভরিকোস্টে ৩টি হেলিকপ্টারের আরেকটি কন্টিনজেন্ট পাঠিয়েছি।
* বৈমানিকদের অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা কার্যকরভাবে দেশের কাজে লাগানোর জন্য তাঁদের চাকুরির মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়েছে। পদবীর সাথে সঙ্গতি রেখে বিমান সেনাগণের চাকুরির মেয়াদও আমরা পুনঃনির্ধারণ করেছি।
* বিমান বাহিনীর সর্বক্ষেত্রে তথ্য ও প্রযুক্তি ব্যবহার এবং ১০০% সদস্যকে কম্পিউটার পরিচালনার পারদর্শী করার জন্য বিমান বাহিনীর আইটি পরিদপ্তর গঠনের নীতিগত অনুমোদন দিয়েছি।
* বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় ৩৬ কোটি টাকা ব্যয়ে মৌলভীবাজার জেলার শমসেরনগর ও টাঙ্গাইল জেলার পাহাড় কাঞ্চনপুরে দুটি নতুন বিএএফ শাহীন কলেজ স্থাপন করা হয়েছে। যারফলে সুযোগ-সুবিধা বঞ্চিত এলাকার ৪ হাজার ছাত্র-ছাত্রী মানসম্মত শিক্ষার সুযোগ পাচ্ছে।
* গত অর্থবছরে আমাদের সরকার চীন হতে ৯টি Jet Trainer বিমান ক্রয়ের চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। রাশিয়া থেকে রাষ্ট্রীয় ঋণের আওতায় ২৪টি Advanced Jet Trainer বিমান ও ৫টি এমআই-১৭১ হেলিকপ্টার ক্রয়ের জন্য চুক্তিপত্র প্রক্রিয়াধীন আছে। এছাড়াও চলতি অর্থবছরে ২টি মেরিটাইম সার্চ এন্ড রেসকিউ হেলিকপ্টার ও ৩টি বেসিক টন্সপোর্ট ট্রেনার বিমান সংগ্রহের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে।
* আমরা বিমান বাহিনী ঘাঁটি পাহাড়কাঞ্চনপুর, বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমান ও মৌলভীবাজারে পুরাতন রাডারের প্রতিস্থাপক এবং দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল ও বঙ্গোপসাগরের বিস্তীর্ণ বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল তদারকির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে গত ২০১০-২০১১ ও ২০১১-২০১২ অর্থবছরে মোট ৪টি Air Defence রাডার ক্রয়ের চুক্তি সম্পাদন করেছি।
* বিমান বাহিনীর বিভিন্ন যুদ্ধবিমান, যুদ্ধাস্ত্র ও সরঞ্জামের রক্ষণাবেক্ষণ, মেরামত এবং কারিগরি ক্ষেত্রে স্বনির্ভরশীলতা অর্জনের লক্ষ্যে দেশী/বিদেশী প্রযুক্তির সহায়তায় বঙ্গবন্ধু বিমান বাহিনী ঘাঁটিতে ‘‘বঙ্গবন্ধু এ্যারোনটিক্যাল সেন্টার'' এর নির্মাণ কাজ বর্তমানে শেষ পর্যায়ে রয়েছে। এখানে বিমান বাহিনীর শিক্ষানবিশ বৈমানিক এবং অন্যান্য শিক্ষানবিশ অফিসারদের গবেষণামূলক ও উন্নত প্রশিক্ষণ প্রদান  করা হবে।
* বিমান বাহিনীর জন্য অনেকগুলো নতুন ইউনিট স্থাপনের প্রস্তাব বর্তমানে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
* বিমান বাহিনীর বিভিন্ন যুদ্ধবিমান, যুদ্ধাস্ত্র ও সরঞ্জামের রক্ষণাবেক্ষণ, মেরামত এবং কারিগরী ক্ষেত্রে স্বনির্ভরশীলতা অর্জনের লক্ষ্যে সরকার বিদেশী বিশেষজ্ঞের সহায়তায় এফ-৭ সিরিজ জঙ্গী বিমানের ওভারহল প্ল্যান্ট স্থাপনের কাজ চলছে।
* ফোর্সেস গোল-২০৩০ এর আলোকে এমআই সিরিজ হেলিকপ্টার ওভারহল প্ল্যান্ট স্থাপনের জন্য দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে।
* আপনাদের আবাসিক সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে ৩টি বহুতল ভবনসহ আরও কিছু নতুন আবাসিক স্থাপনা নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। এছাড়া অবসরপ্রাপ্তসহ সকল বিমান সেনাদের কল্যাণের জন্য বিমান বাহিনী ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট গঠন করা হয়েছে।

বাংলাদেশ বিমান বাহিনীকে আধুনিক ও যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে ইতোমধ্যেই সাংগঠনিক কাঠামোতে ব্যাপক পরিবর্তন আনা হয়েছে। বিমান বাহিনী ঘাঁটি বঙ্গবন্ধুর সাংগঠনিক কাঠামো পুনর্গঠনের জন্য নীতিগত অনুমোদন প্রদান করেছি।

দেশের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল এবং বঙ্গোপসাগরের বিস্তীর্ণ বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলে বিমান বাহিনীর নিবিড় তদারকির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে কক্সবাজারে বিমান বাহিনীর বিমান ঘাঁটির সাংগঠনিক কাঠামোর অনুমোদনসহ ২০১১ সালে তা উদ্বোধন করেছি।

সুধিবৃন্দ,

আপনারা জানেন যে, একটি দেশকে বহিঃশত্রুর হাত থেকে রক্ষার জন্য সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীর সম্মিলিত প্রচেষ্টা দরকার। তাই বিমান বাহিনীর পাশাপাশি সেনা ও নৌবাহিনীর আধুনিকায়নের জন্য বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

সেনাবাহিনীর আধুনিকায়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য আমাদের সরকার সেনা সাজোঁয়া বহরের জন্য ৪র্থ প্রজন্ম ট্যাংক-এমবিটি-২০০০, গোলন্দাজ বহরের জন্য প্রথমবারের মত স্বচালিত কামানসহ বিভিন্ন ধরণের রাডার, পদাতিক বাহিনীর জন্য এপিসি ও অন্যান্য আধুনিক সরঞ্জাম, আর্মি এভিয়েশনের জন্য আধুনিক হেলিকপ্টার ক্রয় করা হয়েছে।

একই ধারাবাহিকতায় গত সেপ্টেম্বর মাসে সিলেটে ১৭ পদাতিক ডিভিশন এবং এর অধীনস্থ একটি পদাতিক ব্রিগেড সদর ও দু'টি পদাতিক ব্যাটালিয়নের পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে শুভ উদ্বোধন করা হয়েছে।

এছাড়া গত পদ্মা সেতু প্রকল্প বাস্তবায়নের নিরাপত্তা ও তদারকির জন্য সেনাবাহিনীর ২টি পদাতিক ইউনিট ও ১টি ইঞ্জিনিয়ার কনস্ট্রাকশন ব্যাটালিয়নের সমন্বয়ে ৯৯ কম্পোজিট ব্রিগেড এর পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে শুভ সূচনা করেছি।

সেনাবাহিনীর বিভিন্ন পর্যায়ে প্রয়োজনীয় সংস্কার ও পুনর্গঠন কার্যক্রম অব্যাহত আছে। ফোর্সেস গোল-২০৩০ এর আলোকে ইতোমধ্যে আমরা সেনাবাহিনীর বিভিন্ন সাংগঠনিক কাঠামোতে আধুনিক অস্ত্র, গোলাবারুদ ও যোগাযোগ সরঞ্জামাদি অন্তর্ভুক্ত করেছি যা সামগ্রিকভাবে আমাদের সেনাবাহিনীর সমরশক্তি ও চলাচল সক্ষমতা আরও অনেক বৃদ্ধি করবে।

এছাড়াও, সেনাবাহিনীর বিভিন্ন স্তরে প্রয়োজনীয় নতুন স্থাপনা, সেনাসদস্যদের বাসস্থান বৃদ্ধি, রুগীদের আধুনিক চিকিৎসা সেবা নিশ্চিতকল্পে সিএমএইচসমূহে নতুন স্থাপনাসহ বিদেশ হতে আধুনিক সরঞ্জামাদি, বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের সংখ্যা বৃদ্ধি, রুগীদের জন্য নতুন ডায়েট প্রদান ইত্যাদিতে আমাদের সরকার কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

বাংলাদেশ নৌ বাহিনীর আধুনিকায়নের জন্য বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে এবং ভবিষ্যত পরিকল্পনাও রয়েছে। নৌবাহিনীর আধুনিকায়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য আমাদের সরকার বাংলাদেশ নৌ বহরে আধুনিক ফ্রিগেট, মেরিটাইম পেট্রোল এয়ারক্রাফট, করভেট, কাটার এবং অত্যাধুনিক মিসাইল, র‌্যাডার, গান ইত্যাদি সংযোজন করেছে।

বর্তমান সরকারের সময়োচিত পদক্ষেপের ফলে গত বছর ১৪ মার্চ বাংলাদেশ ও মায়ানমারের মধ্যে বহুপ্রতিক্ষীত সমুদ্রসীমানা নির্ধারিত হয়। এরফলে বাংলাদেশ আনুমানিক ১ লাখ ১১ হাজার ৬৩১ বর্গকিলোমিটার সমুদ্র এলাকার উপর নিরঙ্কুশ সার্বভৌমত্ব অর্জন করেছে। পাশাপাশি ২০০ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত একান্ত অর্থনৈতিক এলাকা এবং দাবীকৃত ৪৬০ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত বর্ধিত মহীসোপান এলাকায় সমুদ্রসম্পদ আহরণের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

আর এ কারণেই বাংলাদেশ নৌবাহিনীকে ত্রিমাত্রিক করার জন্য বাংলাদেশ নৌবাহিনীর জন্য সাব-মেরিন ক্রয়ের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

  বেসামরিক প্রশাসনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সশস্ত্র বাহিনীর মেজর/সমপদবী ও তার নীচের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারির চাকুরির বয়সসীমা ২ বছর এবং লেঃ কর্ণেল/সমপদবি ও তদুর্ধ্ব পদবির কর্মকর্তাদের চাকুরির বয়সসীমা আপাতত ১ বছর বাড়ানোর অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

প্রিয় বিমান সেনাবৃন্দ,

জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক বৈরি পরিবেশ সত্বেও আমরা গত সাড়ে চার বছরে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার ৬ শতাংশের উপরে রাখতে সক্ষম হয়েছি।

দারিদ্র্যের হার ৪০ শতাংশ থেকে কমে ২৬ শতাংশ হয়েছে। মাথা পিছু আয় ৬৩০ ডলার থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১০৪৪ ডলার হয়েছে। ৫ কোটি দরিদ্র মানুষ মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে উন্নীত হয়েছে। দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য আমরা সাউথ-সাউথ পুরস্কারে ভূষিত হয়েছি। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ১৭ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে গেছে। খাদ্য উৎপাদনে আমরা স্বয়ং-সম্পূর্ণতা অর্জন করেছি।

আমরা বিগত সাড়ে ৪ বছরে বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ৯ হাজার ৭১৩ মেগাওয়াটে উন্নীত করেছি। শিগগিরই এ ক্ষমতা ১০ হাজার মেগাওয়াটে উন্নীত হবে। ২০০৯ সালের মাত্র ৩২০০ মেগাওয়াটের স্থলে আজ ৬ হাজার ৬৭৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ সরবরাহ করা সম্ভব হচ্ছে।

সারাদেশে অসংখ্যা ছোটবড় সেতু নির্মাণ করা হয়েছে। দেশের প্রতিটি ইউনিয়নে তথ্য ও সেবা কেন্দ্র চালু করা হয়েছে। গ্রামের মানুষ ইন্টারনেট ব্যবহার করতে পারছে। স্বাস্থ্যসেবা জনগণের দোরগোড়ায়।

একটি আত্ম-মর্যাদাশীল জাতি হিসেবে বাঙালি জাতি যাতে বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে সে লক্ষ্য নিয়েই আমরা কাজ করছি।

প্রিয় বিমান সেনা সদস্যবৃন্দ,

যে কোন স্বাধীন রাষ্ট্রের ন্যায়, বাংলাদেশের পবিত্র সংবিধানকে রক্ষা তথা গণতান্ত্রিক ধারাবাহিকতাকে রক্ষা করার জন্য অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানিক শক্তির ন্যায় বিমান বাহিনীকেও যে কোন হুমকি মোকাবেলায় সদা প্রস্ত্তত থাকতে হবে।

দেশমাতৃকার সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য আপনাদের ঐক্যবদ্ধ থেকে নিজেদের সর্বদা প্রস্ত্তত রাখতে হবে। আমার বিশ্বাস, আপনারা নিজদের প্রজ্ঞা, পেশাগত দক্ষতা ও কর্তব্যনিষ্ঠা দিয়ে স্বদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করে আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে নিজেদের সুনাম উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করবেন।

সরকার প্রধান হিসেবে আমি আমার সাধ্যমত এযাবত যতটুকু দেওয়া সম্ভব তা দিয়েছি, আগামীতে আরও আধুনিক বিমান বাহিনীর জন্য যা যা প্রয়োজন তা করব ইনশাআল্লাহ।

বিমান বাহিনীর সদস্যদের মনোবল উচুস্তরে রাখার জন্য সম্ভাব্য সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করা আপনাদেরই দায়িত্ব। সংগঠনের সকল সদস্যের আস্থা অর্জনের পাশাপাশি তাঁদের স্বপ্ন ও আশা জাগ্রত রাখার দায়িত্বটিও আপনাদেরই।

আপনারা বিমান বাহিনীর ভিতরের মূল চালিকাশক্তিগুলো অর্থাৎ উর্ধবতন নেতৃত্বের প্রতি আস্থা, পারস্পরিক বিশ্বাস, সহমর্মিতা, ভ্রাতৃত্ববোধ, কর্তব্যপরায়ণতা, দায়িত্ববোধ এবং সর্বোপরি শৃঙ্খলা বজায় রেখে আপনাদের স্বীয় কর্তব্য সম্পাদনে একনিষ্ঠভাবে কাজ করবেন বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

আপনাদের নিজেদের মধ্যে ও কনিষ্ঠদের মাঝে পারস্পরিক আস্থা ও শ্রদ্ধা বজায় রাখবেন। আমি বিমান বাহিনী প্রধান এবং আপনাদেরসহ সকলকে বিভিন্ন প্রতিকূলতার মাঝেও বিমান বাহিনীর অগ্রযাত্রার ধারা অব্যাহত রেখে বাংলাদেশ সরকারের উন্নয়নের ধারাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

আমি বিমান বাহিনীর সকল সদস্যের সার্বিক কল্যাণ ও সুস্বাস্থ্য কামনা করছি। মহান আল্লাহতায়ালা আমাদের সকলের সহায় হোন।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।